বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

(১ম খণ্ড)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, ঢাকা

অর্থ বৎসরঃ ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসরঃ ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

তারিখঃ ১২/০৭/১৪১৬ বঃ
তাং ২৭/১০/২০০৯ খ্রিঃ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসরের বিশেষ অডিট ১৪-০৮-২০০৬ হতে ০৫-০৭-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। অডিট চলাকালীন স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের পরিচালক এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এর আলাপ আলোচনা হয়, যা অডিট কার্যক্রমকে সহজতর করে। অডিটের শেষ দিন ভিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উত্থাপিত আপত্তি বিস্তারিতভাবে "Seen & Discussed" হয়। তিনি উত্থাপিত আপত্তির সাথে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন। অডিটকালে অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

২। স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদনটি সচিব এবং ভিসি বরাবরে ১৮-০৯-২০০৭ তারিখে জারী করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ৩০-১২-২০০৭ তারিখে আধা-সরকারি পত্রের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট সচিবের দৃষ্টিগোচর করা হয়। সচিবের ২৫-১১-২০০৭ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে জবাবের জন্য অপেক্ষায় থেকে ০৯-০৪-২০০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব পর্যালোচনায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি এরূপ ২৩টি আপত্তির বিপরীতে জড়িত মোট **১৮,৭২,০৭,৪১৫/-** টাকা সম্বলিত এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। অডিট পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে সরকারি কোষাগারে উল্লিখিত রাজস্ব জমা করা সম্ভব। প্রতিষ্ঠানে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করত: ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব।

৪। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে এবং সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালন না করায় অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

তারিখঃ ২০/৬/১৪১৬ বঃ / ৫/১০/২০০৯ খ্রিঃ

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
৮.	অডিটের সুপারিশ	৬
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	৭-৩১
১০.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১। ক্রয়কৃত Mobile-C-ARM মেশিন প্রায় ৩ বৎসর পর্যন্ত স্থাপন না করা।	৯
১১.	অনুচ্ছেদ নম্বর ২। ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ না করে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়।	১০
১২.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৩। অনিয়মিতভাবে এনডোসকপি ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয়।	১১
১৩.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৪। পি,পি,আর/২০০৩ এর নির্দেশিকা অনুসরণ না করে Angio Cathlab Machine ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১২
১৪.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৫। আর্থিক সাশ্রয় নীতিমালা অনুসরণ না করে অনিয়মিত ভাবে Lithotripsy Machine ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১৩
১৫.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৬। ক্রয়নীতি অনুসরণ না করে এনেসথেসিয়া বিভাগের জন্য ৬ টি ICU ভেন্টিলেটর ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৪
১৬.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৭। Heart Lung Machine ক্রয় অনিয়মিত এবং অতিরিক্ত ব্যয়।	১৫
১৭.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৮। বিধি বহির্ভূতভাবে পূর্ত কাজের ঠিকাদারকে পরিশোধ।	১৬
১৮.	অনুচ্ছেদ নম্বর ৯। সরবরাহকারী ও স্থাপনকারী ঠিকাদারদের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৭
১৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১০। বিশ্ববিদ্যালয় কার্ডিয়াক সার্জারী ও ভাসকুলার সার্জারী বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্য ইনসেনটিভ ভাতা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধ।	১৮
২০.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১১। পিএবিএক্স স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিঃ কে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পরিশোধ।	১৯
২১.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১২। বিধি বহির্ভূত ভাবে Hospital Grade Laundry System (Washing Plant) ক্রয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতি।	২০

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩
২২.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৩। অনিয়মিতভাবে নেফ্রোলজি বিভাগের জন্য Heamodialysis Machine ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২১
২৩.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৪। Water Treatment Plant and Reverse Osmosis System মেরামতের পরিবর্তে নতুন ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি।	২২
২৪.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৫। অতিরিক্ত মূল্যে বেড সাইড লকার ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি।	২৩
২৫.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৬। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৪
২৬.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৭। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ অনাদায়।	২৫
২৭.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৮। "দি একমী ল্যাবঃ লিঃ" কর্তৃক মূসক -১১ চালান প্রদান না করা সত্বেও সরবরাহকারী হিসাবে ২.২৫% হারে মূসক কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৬
২৮.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১৯। বাজারমূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে ফার্মের মুরগী, মাংস ও বিদেশী রুই মাছ সরবরাহ নেয়ায় অতিরিক্ত ব্যয়।	২৭
২৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর ২০। বিভিন্ন ভবনের বাইরের অংশ সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ অনিয়মিত ভাবে ব্যয় ।	২৮
৩০.	অনুচ্ছেদ নম্বর ২১। আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।	২৯
৩১.	অনুচ্ছেদ নম্বর ২২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কোটি কোটি টাকা আয় ও ব্যয়ের হিসাব বাজেটে প্রদর্শন করা হয়নি।	৩০
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত	
৩২.	অনুচ্ছেদ নম্বর ২৩। বিধি বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বাড়ী ভাড়া ভাতা ও জ্বালানী বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩১
৩৩.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	ক্রয়কৃত Mobile-C-ARM মেশিন প্রায় ৩ বৎসর পর্যন্ত স্থাপন না করা।	৬৯,২০,০০০/-
২.	ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ না করে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়।	৬,৮১,৩২,৭০০/-
৩.	অনিয়মিতভাবে এনডোসকপি ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয়।	২১,৫৬,৮০০/-
৪.	পি,পি,আর/২০০৩ এর নির্দেশিকা অনুসরণ না করে Angio Cathlab Machine ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩,১০,৮০,০০০/-
৫.	আর্থিক সাশ্রয় নীতিমালা অনুসরণ না করে অনিয়মিত ভাবে Lithotripsy Machine ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১,৭৯,৩৫,০০০/-
৬.	ক্রয়নীতি অনুসরণ না করে এনেসথেসিয়া বিভাগের জন্য ৬ টি ICU ভেন্টিলেটর ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪৫,০০,০০০/-
৭.	Heart Lung Machine ক্রয় অনিয়মিত এবং অতিরিক্ত ব্যয়।	৪৯,২০,০০০/-
৮.	বিধি বহির্ভূতভাবে পূর্ত কাজের ঠিকাদারকে পরিশোধ।	২০,৯৫,৩৭৫/-
৯.	সরবরাহকারী ও স্থাপনকারী ঠিকাদারদের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫২,৯৭,৩২৪/-
১০.	বিশ্ববিদ্যালয় কার্ডিয়াক সার্জারী ও ভাসকুলার সার্জারী বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্য ইনসেনটিভ ভাতা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধ।	২৮,৩৭,২৫৩/-
১১.	পিএবিএক্স স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিঃ কে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পরিশোধ।	৮,৭৫,০০০/-
১২.	বিধি বহির্ভূত ভাবে Hospital Grade Laundry System (Washing Plant) ক্রয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতি।	১,৬৩,৫০,০০০/-
১৩.	অনিয়মিতভাবে নেফ্রোলজি বিভাগের জন্য Heamodialysis Machine ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৬,৯৬,০০০/-
১৪.	Water Treatment Plant and Reverse Osmosis System মেরামতের পরিবর্তে নতুন ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি।	১৭,৬৫,৮০০/-
১৫.	অতিরিক্ত মূল্যে বেড সাইড লকার ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি।	১১,৭৬,৫০০/-

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১৬.	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১১,৫৩,৪৬১/-
১৭.	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ অনাদায়।	৫,১৯,৫০৭/-
১৮.	"দি একমী ল্যাবঃ লিঃ" কর্তৃক মূসক -১১ চালান প্রদান না করা সত্বেও সরবরাহকারী হিসাবে ২.২৫% হারে মূসক কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২২,৭২,৬৭৮/-
১৯.	বাজারমূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে ফার্মের মুরগী, মাংস ও বিদেশী রুই মাছ সরবরাহ নেয়ায় অতিরিক্ত ব্যয়।	১২,৬০,৬৪৩/-
২০.	বিভিন্ন ভবনের বাইরের অংশ সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ অনিয়মিত ভাবে ব্যয় ।	৫৯,৯৮,৭১০/-
২১.	আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।	৩০,৪০,৭৭২/-
২২.	বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কোটি কোটি টাকা আয় ও ব্যয়ের হিসাব বাজেটে প্রদর্শন করা হয়নি।	–
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত	
২৩.	বিধি বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বাড়ী ভাড়া ভাতা ও জ্বালানী বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৬২,২২,৮৯২/-
	সর্বমোট	**১৮,৭২,০৭,৪১৫/-**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ বিশেষ অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ ১৪-৮-০৬ হতে ৫-৭-০৭।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা।
- প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ ।
- কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়ণে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিরীন সুলতানা, পরিচালক।

১। জনাব নেপাল চন্দ্র দাশ, উপ-পরিচালক, দল প্রধান।

২। জনাব মোঃ আব্দুর রফিক, এ এন্ড এও, সদস্য।

৩। জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন, এ এন্ড এও, সদস্য।

৪। জনাব মোঃ আবু হানিফ, এস এ এস সুপার, সদস্য।

৫। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অডিটর, সদস্য।

৬। জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, অডিটর, সদস্য।

৭। জনাব মোঃ শওকত, অডিটর, সদস্য।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।
- হাসপাতালে রোগী ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়ন করা প্রয়োজন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারী বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- আর্থিক অব্যবস্থাপনা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারিত হারে কর্তন করে যথা সময়ে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- পি, পি আর-২০০৩ মোতাবেক এম, এস, আর/পণ্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ করতঃ ক্রয়নীতিমালা অনুযায়ী খোলা দরপত্র আহবান করা আবশ্যক।
- ঔষধপত্র ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত এস, আর রেট অনুসরণ করা আবশ্যক।
- বেতন বিলের মাধ্যমে মেডিকেল ভাতা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুনরায় চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের নামে এম,এস,আর খাত থেকে অর্থ পরিশোধ না করা।
- বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ কেন্দ্রীয় হিসাব শাখায় জমা করা আবশ্যক এবং অর্থ আদায়ের রশিদ কেন্দ্রীয় ভান্ডারের মওজুদভুক্তি করে চাহিদা পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে সরবরাহ করা আবশ্যক।
- বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি কেন্দ্রীয় সার্জিক্যাল ষ্টোরের মজুদভুক্তি করতঃ ইনডেন্ট/চাহিদা পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিতরণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নংঃ-১।

শিরোনাম ঃ **৬৯,২০,০০০ টাকা মূল্যে ক্রয়কৃত Mobile-C-ARM মেশিন প্রায় ৩ বৎসর পর্যন্ত স্থাপন না করা।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে Mobile-C-ARM ক্রয় সংক্রান্ত নথি নং বিএসএমএমইউ/ ২০০৪/২০৮৯ তারিখ ৩-৩-০৪ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- কার্যাদেশ নং বিএসএমএমইউ/২০০৪/৩৩৩৩ তারিখ ১৩-৩-০৪ এর মাধ্যমে সিমেন্স বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হতে Mobile-C-ARM, Model Name. SIRE MOBILECOMPACT.23m # 50HZ মেশিনটি মালামাল গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ২/৬/০৪ তারিখ গ্রহণ করা হয়।

- সরেজমিনে পরিদর্শনে রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় ১২-২-০৭ তারিখে মেশিনটি স্থাপন করা হয়। ক্রয়কৃত মেশিনটি দীর্ঘ ২ বছর ৮ মাস পর স্থাপন করায় প্রমাণিত হয় যে, জরুরী প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে মেশিনটি ক্রয় করা হয়েছে।

- মেশিন স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতার কারণে কাংখিত সেবা প্রাপ্তি হতে সংশ্লিষ্টদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

- অপরপক্ষে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় নীতি অনুসরণ করা হয়নি। যেমন ঃ

- পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) প্রবিধান মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করার কথা, যা দরপত্র মূল্যায়ণকালে খোলার বিধান রয়েছে। কিন্তু তা করা হয়নি।

- পিপিআর/০৩ এর ২১(১) ও ২১(২) প্রবিধান মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতা না থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- এ ধরনের উপযোগিতাহীন ব্যয় অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও সেবার উদ্দেশ্য নিশ্চিত করে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটি ও বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব দেয়া হবে। অডিটি প্রতিষ্ঠান ০৯-০৪-২০০৮ এর ব্রডশীট জবাবে মেশিন স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে বিলম্ব এবং পিপিআর/২০০৩ এর নিয়ম-কানুন না জানার বিষয় উল্লেখ করেছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ মেশিন সংগ্রহের পূর্বেই এটি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন ছিল। পিপিআর/২০০৩ এর বিধান না জানার বিষয়টিও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রায় ৩ (তিন) বৎসর অব্যবহৃত রাখায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে ক্রয়কৃত মেশিনের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ মেশিন স্থাপনে দীর্ঘসূত্রিতা এবং অন্যান্য অনিয়মসমূহ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-২।

শিরোনাম ঃ ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ না করে ৬,৮১,৩২,৭০০ টাকা মূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পিপিআর/০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে ৬,৮১,৩২,৭০০ টাকা মূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ লক্ষ্য করা যায়;

- পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করার কথা, যা দরপত্র মূল্যায়ণকালে খোলার বিধান রয়েছে। কিন্তু তা করা হয়নি।

- পিপিআর/০৩ এর ২১(১) ও ২১(২) প্রবিধান মোতাবেক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতা না থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- প্রতিটি ক্ষেত্রে মাত্র ৩টি চিহ্নিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোটেশন সংগ্রহ করে সমঝোতার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

- সংগৃহীত তিনটি গ্রুপের কোটেশনের তুলনামূলক দরপত্র যাচাইকালে দেখা যায়, একটি প্রতিষ্ঠান একটি আইটেমের জন্য দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেছে । ২ টি প্রতিষ্ঠান অন্য ২ টি আইটেমের দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেছে। ফলে তিনটি আইটেমের জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠানই সরবরাহের জন্য মনোনীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয় সংকোচনের কোন সুযোগ নেই।

- টেকনিক্যাল কমিটিতে বিধি মোতাবেক কোন বহিরাগত দক্ষ লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- ১ কোটি টাকা মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির কপি ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়নি।

- বিল অব এন্ট্রি, প্যাকিং লিষ্ট না থাকায় স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল আমদানী করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা যায়নি। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -**ক** - তে প্রদত্ত হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটি ও বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট জবাব দেয়া হবে। ৯ এপ্রিল/২০০৮ তারিখের ব্রডশীট জবাবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, পিপিআর/০৩ এর বিষয়টি জানা ছিলনা। ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত জবাব গ্রহণ করেনি। ঠিকাদারকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানকে পৃথক পৃথক আইটেমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা না থাকায় সংস্থা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-৩।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে এনডোসকপিক ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয় বাবদ ২১,৫৬,৮০০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে ইউরোলজি শাখার বিল-ভাউচার, ক্যাশ বহি ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভাউচার নং-১৩২৮ তাং ২০-৭-০৫ মূলে এনডোসকপিক ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে মেসার্স সানি ট্রেডিং কে ২১,৫৬,৮০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ-

(ক) পি পি আর/২০০৩ এর ২১ ও ১৯ প্রবিধান অনুযায়ী ক্রয়ের পূর্বে কোন দরপত্র আহবান করা হয়নি।

(খ) পি পি আর/ ২০০৩ এর প্রবিধান ১৯ অনুযায়ী ২ ধাপ বিশিষ্ট দরপত্র আহবান করার আবশ্যকতা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি।

(গ) পি পি আর/ ২০০৩ এর প্রবিধান ১৩ অনুযায়ী পণ্যের মান নির্ধারণের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন বা গুনগত মান যাচাই করা হয়নি।

(ঘ) পি পি আর/ ২০০৩ এর প্রবিধান ৩১ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ণের পূর্বে বাজারদর যাচাইয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(ঙ) ক্রয় কমিটিতে সংগ্রাহক সত্ত্বা বহির্ভূত কোন বিশেষজ্ঞ রাখা হয়নি।

(চ) মালামালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক ষ্টক হিসাব সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস জবাবদানে বিরত থাকে। ৯ এপ্রিল/২০০৮ তারিখের ব্রডশীট জবাবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, কোটেশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের ৩জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা স্পেসিফিকেশন ও গুনাগুন যাচাই করে দরপতের দর গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট যন্ত্র সঠিক পাওয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ পিপিআর/ ২০০৩ অনুসরণ না করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জবাব গ্রহণ করেনি। পিপিআর এর সকল বিধি-বিধান পরিপালন করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ পিপিআর/২০০৩ এর বিধান লঙ্ঘন করে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ব্যতিরেকে মালামাল ক্রয় করায় প্রতিযোগিতামূলক কম মূল্যের সুবিধা থেকে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়েছে। বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রদান আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-৪।

শিরোনাম ঃ পি,পি,আর/২০০৩ এর নির্দেশিকা অনুসরণ না করে Angio Cathlab Machine ক্রয়ের ফলে ৩,১০,৮০,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে Angio Cathlab Machine ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলেও পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করা হয়নি। ৩১(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে (টিইসি) ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের মধ্যে ২ জন সংগ্রহকারী সত্ত্বা বর্হিভূত সদস্য এবং সংগ্রহ কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং প্রবিধান ৩৬(২) মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের সময় ১০% নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করা হয়নি।
- গণখাতে বেসামরিক ক্রয় ও সংগ্রহ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ (ঘ) মোতাবেক টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ইন্টারনেটে/ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের CPTU তে পাঠানো হয়নি। ফলে মেশিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ GE, Phillips,Toshiba, Hitachi আলোচ্য দরপত্রে অংশ গ্রহণ করতে না পারায় অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে।
- বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েজ, প্যাকিং লিষ্ট না থাকায় আদৌ মেশিনটি যথাযথ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমদানী করা হয়েছে কিনা তার প্রমাণ মিলেনি। মেশিনটির গায়ে ষ্টিকার লাগিয়ে স্পেসিফিকেশন লেখা হয়েছে।
- দু'টি দরপত্রের মধ্যে Meditect প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস প্রদান না করায় তা বাতিল করে দ্বিতীয় দরদাতা সীমেন্স বাংলাদেশ লিঃ কে ৭,৫২,৮০,০০০ টাকা মূল্যে মেশিন সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- অতি সম্প্রতি একটি বেসরকারী হাসপাতালে একই স্পেসিফিকেশনের Angio Cathlab Machine সরবরাহের জন্য সীমেন্স বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক মূল্য উদ্ধৃত করা হয়েছে ৬,৫০,০০০ মাঃ ডঃ। সে হিসাবে ০৫-০৬ আর্থিক সালে মেশিনের মূল্য দাঁড়ায় (৬,৫০,০০০ × ৬৮) = ৪,৪২,০০,০০০ টাকা (বিনিময় হার ১ ডলার = ৬৮ টাকা)। এ মূল্যকে ভিত্তি ধরা হলেও অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকার পরিমান দাঁড়ায় (৭,৫২,৮০,০০০-৪,৪২,০০,০০০) = ৩,১০,৮০,০০০ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায় যে, উক্ত মেশিনটি এ্যাপোলো হাসপাতাল, ল্যাব এইড, সিএমএইচ হাসপাতালে অনেক কম মূল্যে সংগ্রহ করে স্থাপন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব দেয়া হবে। অডিটি প্রতিষ্ঠানের ০৯-০৪-২০০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্রডশীট আকারে জবাব পাওয়া যায়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ পিপিআর/২০০৩ এর নির্দেশনা অনুসরণ না করায় মন্ত্রণালয়ই জবাব গ্রহণ করেনি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম মূল্যে আলোচ্য মেশিন ক্রয় করা সম্ভব হলেও অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই মানের মেশিন অধিক মূল্যে ক্রয়ের কারণে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-৫।

শিরোনাম ঃ **আর্থিক সাশ্রয় নীতিমালা অনুসরণ না করে অনিয়মিত ভাবে Lithotripsy Machine ক্রয়ের ফলে ১,৭৯,৩৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে ইউরোলজী বিভাগের Lithotripsy Machine ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলেও পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) প্রবিধান মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করা হয়নি। উক্ত প্রবিধানের ৩১(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে (টিইসি) ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের মধ্যে ২ জন সংগ্রহকারী সত্ত্বা বর্হিভূত সদস্য এবং সংগ্রহ কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- ২৯-৫-০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারিকৃত গণখাতে বেসামরিক ক্রয় ও সংগ্রহ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ (ঘ) মোতাবেক টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য CPTU এ পাঠানো হয়নি। ফলে ব্যাপক প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে যন্ত্রটি ক্রয় করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।

- বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েজ, প্যাকিং লিষ্ট পাওয়া যায়নি। সুতরাং মেশিনটি যথাযথ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমদানী করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সরেজমিনে যাচাই কালে দেখা যায় মেশিনের গায়ে ষ্টিকার দিয়ে স্পেসিফিশেন লেখা রয়েছে।

- দু'টি দরপত্র দাতার ফিনান্সিয়াল অফারের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা Swift Logistic Services Ltd মেশিনটি ৩,২০,৫০,০০০ টাকায় সরবরাহের অফার দেয়া সত্বেও সরবরাহ পরবর্তী সার্ভিস এবং ইঞ্জিনিয়ার লিষ্ট সংযোজিত না করার অজুহাতে টেকনিক্যাল কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতা Siemens Bangladesh Ltd কে ৪,৯৯,৮৫,০০০ মূল্যে সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ফলে (৪,৯৯,৮৫,০০০-৩,২০,৫০,০০০) = ১,৭৯,৩৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। ০৯-০৪-২০০৮ তারিখের জবাবে ক্রয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে ক্রয়ের যথার্থতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণ করেনি এবং যথাযথ স্পেশিফিকেশনের মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। সুতরাং, এ ক্রয়ে পিপিআর /২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরণ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-৬।

শিরোনাম ঃ **ক্রয়নীতি অনুসরণ না করে এনেসথেসিয়া বিভাগের জন্য ৬ টি ICU ভেন্টিলেটর ক্রয় করায় ৪৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিষয়বস্তুঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে এনেসথেসিয়া বিভাগের জন্য ৬ টি ICU ভেন্টিলেটর ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সিমেন্স বাংলাদেশ লিঃ কে প্রতিটি ICU ভেন্টিলেটরের মূল্য ২০,৫০,০০০ টাকা হারে পরিশোধ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।

- ICU ভেন্টিলেটর ক্রয়ের জন্য পিপিআর/২০০৩ এর প্রবিধান ২১(৪) মোতাবেক এনেসথেসিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান কর্তৃক বিভাগীয় প্রাক্কলনে প্রতিটির মূল্য ৮,০০,০০০ টাকা ধরা হলেও ক্রয়কালে তা বিবেচনায় আনা হয়নি এবং ২১(১) ও ২১(২) প্রবিধান মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতামূলক দর না পাওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- পিপিআর-০৩ এর ৩১(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে (টিইসি) ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের মধ্যে ২ জন সংগ্রহকারী সত্বার বহির্ভূত সদস্য এবং সংগ্রহ কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ক্রয়নীতির লংঘন।

- বিল অব এন্ট্রি, প্যাকিং লিষ্ট না থাকায় স্পেসিফিশেন ও কান্ট্রি অব অরিজিন সঠিক কিনা তা জানা যায়নি।

- ২০০৪-২০০৫ আর্থিক সালে স্মারক নং বিএসএমএমইউ/২০০৪/৭৬৬ তারিখ ১৫-০১-০৪ মূলে কার্যাদেশের মাধ্যমে Allied Medical Systems Ltd, ৪০/১, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা হতে অনুরূপ প্রতিটি ICU ভেন্টিলেটর ১২,৪৭,০০০ টাকা মূল্যে ৪ টি ভেন্টিলেটর সরবরাহ নেয়া হয়েছে।

- ICU ভেন্টিলেটর সিমেন্স ছাড়াও USA এর BARD, VIASYS, BEAR, জার্মানীর DAGGER সহ পৃথিবীর অনেক দেশ যন্ত্রটি উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। উল্লেখ্য যে, Green Life Hospital অনুরূপ ভেন্টিলেটর MEDIAPENT নামক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ১৫,৮৫০ ইউ এস ডলার (১০,৭৭,৮০০ টাকা) মূল্যে জুন/০৭ মাসে ক্রয় করে ।

- প্রতিটি ভেন্টিলেটরের বাজার মূল্য গড়ে ১৩,০০,০০০ টাকা ধরা হলেও ৬ টি ভেন্টিলেটর ক্রয় বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট (২০,৫০,০০০ - ১৩,০০,০০০)=৭,৫০,০০০ × ৬ = ৪৫,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। ০৯-০৪-২০০৮ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে পূর্ব বৎসরের দরে ক্রয় করা হয়েছে এবং পিপিআর/২০০৩ এর বিধান জানা ছিল না।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণ করেনি। পিপিআর /২০০৩ এর প্রবিধান এবং প্রাক্কলিত দর অনুসরণ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ সংশ্লিষ্ট কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ-৭।

শিরোনাম ঃ Heart Lung Machine ক্রয়ে অনিয়ম এবং ৪৯,২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে Heart Lung Machine অনিয়মিতভাবে ক্রয় করায় ৪৯,২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। অনিয়ম সমূহ নিম্নরূপঃ-

- পিপিআর/০৩ এর ২১(১) ও ২১(২) প্রবিধান মোতাবেক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করে কোটেশন আহবান করা হয় । ফলে প্রতিযোগিতামূলক দর না পাওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) প্রবিধান মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি।

- ২৯-৫-০৩ তারিখে গণখাতে বেসামরিক ক্রয় ও সংগ্রহ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ (ঘ) মোতাবেক টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ইন্টারনেটে/ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে CPTU এ পাঠানো হয়নি। ফলে ব্যাপক প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে যন্ত্রটি ক্রয় করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।

- ১৮-১২-২০০৩ তারিখ উক্ত মেশিনটি ক্রয়ের জন্য কোটেশন আহবান করা হলে তিনটি প্রতিষ্ঠান Allied Medical Systems Ltd, Sunny Trading Agency Pvt Ltd এবং Unimed Ltd কোটেশনে অংশ গ্রহণ করে। সর্বনিম্ন দরদাতা Unimed Ltd স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মেশিনটি ৭৭,৮০,০০০ টাকা মূল্যে সরবরাহের দর উদ্ধৃত করে। কোটেশনে বিকল্প প্রস্তাবের শর্ত না থাকা সত্বেও ভিন্ন স্পেসিফিকেশনের একটি মেশিন ১,২৭,০০,০০০ টাকা মূল্যে সরবরাহের বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। ক্রয় কমিটি কোন কারণ ছাড়াই বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করে সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ প্রদান করে যা অযৌক্তিক। ফলে সংস্থার (১,২৭,০০,০০০ - ৭৭,৮০,০০০) = ৪৯,২০,০০০ অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। ০৯-০৪-২০০৮ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে পিপিআর/২০০৩ এর বিষয়টি জানা ছিল না এবং ক্রয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপিআর/২০০৩ এর বিধি-বিধান লঙ্ঘন এবং স্পেশিফিকেশন বহির্ভূত আলোচ্য মেশিন ক্রয় করায় উক্ত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ই মতামত ব্যক্ত করেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-৮।

শিরোনাম ঃ **বিধি বহির্ভূতভাবে পূর্ত কাজের ঠিকাদারকে ২০,৯৫,৩৭৫ টাকা পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে পূর্ত কাজের বিল ও নথি যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে, সি ব্লকের ১০ম তলায় আই সি ইউ এর সংস্কার কাজের ঠিকাদার মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে ২০,৯৫,৩৭৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

- ১৪-১২-০৪ তারিখ ডেন্টাল বিভাগের একজন ডাক্তার কর্তৃক ৯,২৯,১৭৫/৭৬ টাকা ব্যয়ে উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক পূর্ত বিভাগের একজন নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সহকারী প্রকৌশলী ও কয়েকজন উপসহকারী প্রকৌশলী কর্মরত রয়েছেন।

- চূড়ান্ত বিলে উক্ত সংস্কার কাজে ঠিকাদারকে ২০,৯৫,৩৭৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা মূল প্রাক্কলন অপেক্ষা ১১,৬৬,১৯৯ টাকা বেশী। ২৯১১ ফরমের অনুচ্ছেদ ৯ মোতাবেক যথার্থতার ভিত্তিতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের অনধিক ১০ শতাংশ পর্যন্ত কাজের পরিমাণের যে কোন পরিবর্তন, বাতিল, সংযোজন অথবা বিকল্প প্রদান করা যায়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১০০% এর বেশী বর্ধিত বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ অনিয়মিত।

- পিপিআর/০৩ এর প্রবিধান ১৮,২১ অনুযায়ী খোলা দরপত্র আহবান না করে কোটেশন আহবান করা হয়েছে।

- সমুদয় কাজের কোন প্রশাসনিক অনুমোদন, ব্যয় মঞ্জুরী ও কারিগরি মঞ্জুরী পাওয়া যায়নি, যা গণপূর্ত কোড প্যারা ৬৫, ৬৬ ও ৬৮ এর পরিপন্থী।

- ঠিকাদারের সাথে কোন লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়নি যা জিএফআর প্যারা-২১ ও পারচেজ ম্যানুয়েলের অনুচ্ছেদ ৯৯ এর পরিপন্থী। কাজের বিস্তারিত পরিমাপ মেজারমেন্ট বুক (এম, বি) তে রেকর্ড না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা পূর্ত কোড বিধির পরিপন্থী। বর্ণিত কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলন, নকশা ব্যতীত অনুমানের উপর কাজ করা হয়েছে যা অযৌক্তিক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ কাজ শুরু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগের নতুন চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। সকল প্রাক্কলন সিডিউল অব রেইটস মোতাবেক হওয়ায় খোলা দরপত্র আহবান করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদা ও প্রকৌশল শাখার কারিগরী প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কাজের অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরী ভিসি দিয়ে থাকেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ প্রকৌশল শাখা হতে কাজ সম্পাদনের পূর্বে প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে। কাজের পরিমাণগত এমন পরিবর্তন আসেনি যাতে বিল দ্বিগুন হতে পারে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিষয়টি যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-৯।

শিরোনাম ঃ **সরবরাহকারী ও স্থাপনকারী ঠিকাদারদের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৫২,৯৭,৩২৪ টাকা কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত বিল ভাউচার যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ৮(২২) মূসক নীঃ বাঃ/ ৯৫/৪১৩ তারিখঃ ০১-১১-৯৮ মূলে জারিকৃত সাধারণ আদেশের অনুচ্ছেদ খ (২) এ বলা হয়েছে "লিফট, জেনারেটর, এয়ারকুলার ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণের কার্যপ্রাপ্ত হলে নির্মাণ সংস্থার সেবা বলে বিবেচিত হবে এবং সেক্ষেত্রে ৪.৫% হারে মূসক কর্তন করতে হবে।"

- ভারী যন্ত্রপাতি সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৪.৫% হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করে ২.২৫% হারে কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৫২,৯৭,৩২৪ টাকা কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট –খ– তে প্রদত্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিষয়টি যাচাই করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ০৯-০৪-২০০৮ তারিখের জবাবে জানানো হয়েছে যে, অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তনের বিষয়টি জানা ছিল না।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ না জানা এবং তা প্রতিপালন না করায় আলোচ্য ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-১০।

শিরোনাম ঃ **বিশ্ববিদ্যালয় কার্ডিয়াক সার্জারী ও ভাসকুলার সার্জারী বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্য ইনসেনটিভ ভাতা অপেক্ষা ২৮,৩৭,২৫৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে কার্ডিয়াক সার্জিারী ও ভাসকুলার সার্জারী বিভাগের হিসাব যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্মারক নং বিএসএমএমইউ/ ২০০৫/৮১০৪ তারিখ ঃ ০৬-০৯-০৫ মূলে জারিকৃত আদেশ মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার অপারেশনের সার্জারী চার্জ, এনেসথেসিয়া চার্জ ও আইসিইউ চার্জ বাবদ প্রাপ্ত আয় হতে ৩০% হারে ইনসেনটিভ প্রদানের বিধান করা হয়েছে। যদিও মূল আদেশের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

- ৬-৯-০৫ হতে ৩১-৭-০৬ পর্যন্ত সার্জারী চার্জ, এনেসথেসিয়া চার্জ ও আইসিইউ চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ৩৯,৭৬,০০০ টাকা। উক্ত টাকার ৩০% হিসাবে ইনসেনটিভ প্রাপ্য (৩৯,৭৬,০০০× ৩০%) = ১১,৯২,৮০০ টাকা। অপরপক্ষে, ভাসকুলার সার্জারী বিভাগের মোট আয় ৭,৩৩,৭৬৫ টাকার ৩০% হিসেবে ইনসেনটিভ প্রাপ্য ২,২০,১২৯ টাকা। কিন্তু ৫০% হিসেবে কমিশন প্রদান করায় অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ১,৪৬,৭৫৩ টাকা।

- কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগ কর্তৃক হিসাব নং ৩১৩৮-৭, পূবালী ব্যাংক, শাহবাগ এভিনিউ শাখা, ঢাকা হতে ৩৮,৮৩,৩০০ টাকা ইনসেনটিভ ভাতা উত্তোলন ও পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত উত্তোলন ও পরিশোধ করা হয়েছে (৩৮,৮৩,৩০০ - ১১,৯২,৮০০) =২৬,৯০,৫০০ + ১,৪৬,৭৫৩ = **২৮,৩৭,২৫৩** টাকা যা আদায়যোগ্য। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -গ-তে প্রদত্ত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ যাচাই করে অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ বিভাগ হতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ লংঘন করে আলোচ্য ভাতা প্রদান করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ-১১।

শিরোনাম ঃ **পিএবিএক্স স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিঃ কে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ৮,৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে পিএবিএক্স স্থাপন সংক্রান্ত টেন্ডার নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিঃ ৪০+৮০০ লাইন বিশিষ্ট পিএবিএক্স স্থাপনের কাজে ১,০৩,৯৪,০৭০ টাকা দর উদ্ধৃত করায় সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটি কর্তৃক স্মারক নং বিএসএমএমইউ/২০০৪/৪০০৪ তারিখঃ ২৬-০৫-০৪ মূলে চূড়ান্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

- দাখিলকৃত দরপত্রের শর্ত মোতাবেক পূর্বে স্থাপিত পিএবিএক্স লাইনের পুরাতন মালামাল বাবদ প্রতিষ্ঠানটি ৫,০০,০০০ টাকা প্রদানে স্বীকৃতি জানায়। ফলে শর্ত মোতাবেক সমুদয় মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রাপ্য টাকার পরিমান দাঁড়ায় (১,০৩,৯৪,০৭০- ৫,০০,০০০) = ৯৮,৯৪,০৭০ টাকা।

- কিন্তু কার্যাদেশে বর্ণিত মালামালের মধ্যে ২টি ভিআইপি টেলিফোন সেট (মূল্য ১০,৫০০ × ২ = ২১,০০০ টাকা) এবং ৩১২টি এমটিএমএফ টেলিফোন সেট (মূল্য ৩১২×১৮৩০ = ৫,৭০,৯৬০ টাকা) সহ মোট (৫,৭০,৯৬০ + ২১,০০০) = ৫,৯১,৯৬০ টাকার মালামাল সরবরাহ করা হয়নি। ফলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মোট প্রাপ্য (৯৮,৯৪,০৭০ - ৫,৯১,৯৬০) = ৯৩,০২,১১০ টাকা।

- কিন্তু ৫টি বিলে প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয়েছে ১,০১,৭৭,১১০ টাকা। ফলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (১,০১,৭৭,১১০- ৯৩,০২,১১০) = ৮,৭৫,০০০ টাকা। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - ঘ-তে প্রদত্ত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিষয়টি যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ অর্থ পরিশোধকালীন সময়ে সঠিকভাবে হিসাব যাচাই না করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ৮,৭৫,০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-১২।

শিরোনাম ঃ **বিধি বহির্ভূত ভাবে Hospital Grade Laundry System (Washing Plant) ক্রয়ের ফলে ১,৬৩,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে Hospital Grade Laundry System (Washing Plant) ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে পিপিআর/০৩ এর ২১(১) ও ২১(২) প্রবিধান মোতাবেক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি।

- পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) প্রবিধান মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করা হয়নি এবং আলোচ্য দরপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে ব্যাপক প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে যন্ত্রটি ক্রয় করা হয়েছে যা বিধি সম্মত হয়নি।

- Washing Plant ক্রয়ের জন্য ৩-৯-০৫ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ৫ টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ গ্রহণ করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনিয়মিত ভাবে মার্কিংয়ের মাধ্যমে Maisha Corporation Pvt Ltd এবং Asim Construction এর কারিগরী প্রস্তাবনা Responsive বিবেচনা করে এবং পরবর্তীতে ক্রয়কমিটি কর্তৃক ৪,১১,৫০,০০০ টাকা মূল্যে Maisha Corporation Pvt Ltd কে মেশিনটি সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

- রেকর্ডদৃষ্টে দেখা যায় যে মার্কিং পদ্ধতি এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট মূল্যায়নের জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বিভাগে প্রেরণ করা হলে বিভাগীয় প্রধান ডঃ মোঃ মাকসুদ হেলালী ৫টি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার ডকুমেন্টস এবং মার্কিং পদ্ধতি ত্রুটি পূর্ণ বলে মন্তব্য করেন এবং ৫ টি প্রতিষ্ঠানকেই 2nd Stage এ অংশ গ্রহনের সুপারিশ করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ক্রয় কমিটি মাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানকে 2nd Stage এ অংশ গ্রহণের আহবান জানায় যা সঠিক হয়নি।

- দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে Babel Corporation Ltd কর্তৃক কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (CMSD), Apollo Hospital, Dhaka, National Institute of Cardiac and Vascular Diseases সহ দেশী বিদেশী অনেক হাসপাতালে Washing Plant স্থাপনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মাত্র ৩৫,০০০ মাঃ ডলার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থে উক্ত প্লান্টটি সরবরাহ করেছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ২,৪৮,০০,০০০ টাকা মাত্র। Babel Corporation Ltd এর নিকট হতে Washing Plant ক্রয় না করায় (৪,১১,৫০,০০০- ২,৪৮,০০,০০০) = ১,৬৩,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- কার্যাদেশ প্রাপ্ত সরবরাহকারী একটি কার্টুন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, মেশিন সরবরাহের কোন অভিজ্ঞতা উক্ত প্রতিষ্ঠানের নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। ০৯-০৪-২০০৮ এর জবাবে বলা হয়েছে যে, 2nd Stage-এ ৩টি প্রতিষ্ঠানকে অফার দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী 2nd Stage-এ সকল দরদাতাকে অফার প্রদান না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ৫টি প্রতিষ্ঠানকেই অফার প্রদান না করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-১৩।

শিরোনাম ঃ **অনিয়মিতভাবে নেফ্রোলজি বিভাগের জন্য Heamodialysis Machine ক্রয়ের ফলে ৬,৯৬,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে নেফ্রোলজি বিভাগের Heamodialysis Machine ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার নথি বিএসএমএমইউ/ ২০০৫/৮১৩১ তারিখঃ ০৭-০৯-০৫ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পিপিআর/০৩ এর ৩১(৪) প্রবিধান মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি এবং ৩১(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে (টিইসি) ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের মধ্যে ২ জন সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান বর্হিভূত সদস্য এবং সংগ্রহ কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তারদের মধ্য হতে সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েজ,প্যাকিং লিষ্ট না থাকায় স্পেসিফিশেন ও কান্ট্রি অব অরিজিন সঠিক কিনা জানা যায়নি।

- দরপত্রে অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ফিনান্সিয়াল অফার যাচাই কালে দেখা যায় যে, জাহানারা ক্লিনিক (প্রাঃ) লিঃ প্রতিটি মেশিনের ৭,৭৮,৮০০ টাকা মূল্য উদ্ধৃত করলেও টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক Users satisfaction নামে একটি কলামে নাম্বার কমিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতা এশিয়া প্যাসিফিক মেডিক্যালসকে প্রতিটি মেশিন ৯,১৮,০০০ টাকা মূল্যে সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নিম্নেবর্ণিত কারণে টেকনিক্যাল কমিটির মূল্যায়ন সঠিক নয় বলে অডিট মনে করে।

- জাহানারা ক্লিনিক প্রাঃ লিঃ উক্ত মেশিনটি বিভিন্ন হাসপাতালে এবং প্রাইভেট ক্লিনিকে স্থাপনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রমাণ সরবরাহ করেছে, পক্ষান্তরে, এশিয়া প্যাসিফিকের এতদ্সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতার সনদ পাওয়া যায়নি। কাজেই মার্কিংয়ের ত্রুটির কারণে সংস্থার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

- TEC কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের মানদন্ড হিসাবে যে সকল আইটেম মার্কিংয়ের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা চিহ্নিত করা হয়েছে সে সকল আইটেম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

- ফলে ৫টি মেশিন ক্রয় বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (৯,১৮,০০০-৭,৭৮,৮০০) = ১,৩৯,২০০ × ৫ = ৬,৯৬,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। এপ্রিল/০৮ এর জবাবে পিপিআর/২০০৩ এর বিধান না জানার বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ পিপিআর/২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরণ না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। মন্ত্রণালয়ও জবাব গ্রহণ করেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-১৪।

শিরোনাম ঃ **Water Treatment Plant And Reverse Osmosis System মেরামতের পরিবর্তে নতুন ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭,৬৫,৮০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে Water Treatment Plant And Reverse Osmosis System ক্রয় সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে, নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১১-০৬-০৫ তারিখে Water Treatment Plant And Reverse Osmosis System টি মেরামতের জন্য আবেদন করা হয়।

- ২১-৬-০৫ তারিখে প্রো-ভিসি (হাসপাতাল) কর্তৃক মেরামতের আনুমানিক মূল্য দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করলে জেসিপি ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ কর্তৃক ১১-০৬-০৫ তারিখ উক্ত কাজের জন্য ৩,০০,০০০ টাকার কোটেশন দাখিল করা হয় (নোট-২)

- প্রো-ভিসি (হাসপাতাল) মেরামতের বিষয়টি উল্লেখ না করে কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মেশিনটি ক্রয় করার প্রস্তাব করলে ভিসি তা অনুমোদন করেন।

- পিপিআর/২০০৩ এর নির্দেশনা লংঘন করে ক্রয়ের সকল প্রক্রিয়া পরিহার করে ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা জাহানারা প্রাইভেট ক্লিনিক লিমিটেডকে ১২,৩৪,২০০ টাকা দরে কার্যাদেশ প্রদান না করে এশিয়া প্যাসিফিক মেডিক্যালস লিঃ কে ১৬,৫০,০০০ টাকা মূল্যে Water Treatment Plant and Reverse Osmosis System টি সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং পবর্তীতে এশিয়া প্যাসিফিক মেডিক্যালস লিঃ এর নিকট হতে মেশিনটি ক্রয় করা হয়।

- পূর্বের Water Treatment Plant and Reverse Osmosis System টি সানি ট্রেডিং এজেন্সি প্রাঃ লিঃ এর নিকট হতে ২০-০৬-০৪ তারিখে ৭,৭৮,০০০ টাকায় সরবরাহ নেয়া হয়। বাস্তব যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে উক্ত মেশিনটি ভাল আছে। মাত্র ৩,০০,০০০ টাকায় শুধু ফিল্টার পরিবর্তন করাই যথেষ্ট ছিল।

- শুধু ফিল্টারটি পরিবর্তন করে মেশিনটি চালু না করে নতুন একটি মেশিন ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৬,৫০,০০০-৩,০০,০০০) = ১৩,৫০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- তাছাড়া মেশিনটি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে সংগ্রহ না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৬,৫০,০০০-১২,৩৪,২০০) = ৪,১৫,৮০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, User Satisfaction এর নামে সর্বনিম্ন দরদাতাকে মূল্যায়নে কম নম্বর দেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০-৬-০৪ তারিখে সানি ট্রেডিং এর নিকট হতে একই মডেল ও স্পেসিফিকেশনের মেশিন সংগ্রহ করেছিল।

- এই অনিয়মিত ক্রয়ের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ক্ষতির পরিমান (১৩,৫০,০০০ + ৪,১৫,৮০০) = ১৭,৬৫,৮০০

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ প্রস্তাবিত প্ল্যানটি মেরামত না করে নতুন ক্রয় সংক্রান্ত আপত্তিটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করে ক্রয় অথবা মেরামতের যথার্থতা যাচাই সাপেক্ষে পরবর্তীতে বিষয়টি অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ স্বল্প ব্যয়ে ফিল্টার পরিবর্তন/মেরামত না করে নতুন ক্রয় করায় এবং পিপিআর/২০০৩ অনুসরণ না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে আর্থিক ন্যায্যতা পরিপালন সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ ১৫।

শিরোনাম ঃ অতিরিক্ত মূল্যে বেড সাইড লকার ক্রয় করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১,৭৬,৫০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বিভাগের রোগীদের ব্যবহারের জন্যে বেড সাইড লকার ক্রয়ের হিসাব ও বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে ১৭˝ X ১৭˝ X ২৭˝ পরিমাপের ২০ গেজী ষ্টেইনলেস ষ্টীল দ্বারা তৈরী বেড সাইড লকার (কোন কোন ক্ষেত্রে এম,এস সীট) তৈরী বাবদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিটির মূল্য বাবদ ৯,৫০০/- টাকা পরিশোধ করা হয় যা অস্বাভাবিক বেশী।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং স্বাঃ অধিঃ/ এম,এস,আর/এস,আর দর/ ২০০১-২০০২/৭৪৬৮(১০০) তারিখ ৩০/০৮/০৪ মূলে জারিকৃত অনুমোদিত এস,আর রেইট মোতাবেক উল্লিখিত মাপের প্রতিটি বেড সাইট লকারের মূল্য নির্ধারিত রয়েছে ৩,০০০ টাকা।

- ঠিকাদারকে উচ্চ মূল্য পরিশোধ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১,৭৬,৫০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -ঙ -তে প্রদত্ত হলো)।

- তদুপরি পিপিআর/০৩ এর বিধান মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বেড সাইড লকারের পরিমাণ ও মূল্য প্রশাসনিক অনুমোদনের পর প্রতিটির দাম ৯,৫০০ টাকা কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পর সংগ্রহ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃক পিপিআর/২০০৩ মোতাবেক বাজার মূল্য যাচাই করা হয়নি। মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্ট্যান্ডার্ড রেইট থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত দরে বেড সাইড লকার সংগ্রহ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। মন্ত্রণালয়ও আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের কথা জবাবে উল্লেখ করেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নংঃ -১৬।

শিরোনাম ঃ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় ১১,৫৩,৪৬১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বিভাগের ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র যাচাই কালে দেখা যায় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং জারাবো/ কর-৭/ আঃ আঃ বি/ ০১/ ২০০/১৮ তারিখঃ ২৭-০১-২০০০ এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এস,আর,ও নং ৬-আইন/২০০২ তাং ৫-১-০২ এর নির্দেশানুযায়ী ২৫,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ৩% হারে আয়কর কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।

- কতিপয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ১১,৫৩,৪৬১ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে । বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -চ-তে প্রদত্ত হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ নিরীক্ষায় জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক আয়কর বাবদ ১১,৫৩,৪৬১ টাকা ট্রেজারীতে জমা করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অমান্য করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আয়করের টাকা আদায় করতঃ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ -১৭।

শিরোনাম ঃ **সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৫,১৯,৫০৭ টাকা অনাদায়।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বিভাগের ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর ও নং ১৩৬ -আইন/ ৯৭/ ১৫৩- মূসক তারিখঃ ১২-০৬-৯৭ মোতাবেক সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ৩% হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ৩(১) ফার্নিচার/মূসক (বাস্তঃ সেবা ও আয়)/৯৭ তারিখ ২৯-০৬-০২ এর অনুচ্ছেদ ৩ মোতাবেক ০৬-০৬-০২ তারিখের পরবর্তী সকল টেন্ডারের ক্ষেত্রে নীট ২.২৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হবে।"

- কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন ভ্যাট আদায় করা হয়নি। ফলে সরকারের ৫,১৯,৫০৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - **ছ** -তে প্রদত্ত হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ নিরীক্ষায় জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক মূসকের ৫,১৯,৫০৭ টাকা ট্রেজারীতে জমা করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ সরকারী বিধি মোতাবেক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হারের মূসক কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মূসক আদায় করতঃ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-১৮।

শিরোনাম ঃ **"দি একমী ল্যাবঃ লিঃ" কর্তৃক মূসক -১১ চালান প্রদান না করা সত্বেও সরবরাহকারী হিসাবে ২.২৫% হারে মূসক কর্তন করায় সরকারের ২২,৭২,৬৭৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে ঔষধ ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ৬(৩) যোগান/মূসক-বাস্ত ঃ সেবা ও আব /৯৭/১২০৪ তারিখঃ ০২-০৯-০২ মূলে জারিকৃত আদেশের অনুচ্ছেদ(ক) অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদক বা প্রস্তুতকারকের নিকট হতে সরাসরি পণ্য সরবরাহ গৃহীত হলে মূসক-১১ চালানপত্রের বিপরীতে মূসক ছাড়াই বিল পরিশোধ করা যাবে। যোগানদার নিজেই যদি পণ্যের প্রস্তুতকারী বা উৎপাদক হন এবং মূসক -১১ চালানপত্রের মাধ্যমে টেন্ডার মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে থাকেন সে ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তনের প্রয়োজন হয় না।

- "দি একমী ল্যাবঃ লিঃ" কর্তৃক মূসক-১১ চালান প্রদান না করা সত্বেও ৪ টি বিলের মাধ্যমে সরবরাহকৃত ঔষধের বিল হতে মূসক ১৫% হারে কর্তন না করে ২.২৫% হারে উৎসে মূসক কর্তন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়। ফলে মূসক বাবদ ২২,৭২,৬৭৮ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে এছাড়া উক্ত কর্তনকৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - জ - তে প্রদত্ত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মূসক-১১ এর বিধি অনুসরণ না করে সরবরাহকারী হিসাবে সরবরাহকৃত পণ্যের উপর ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন করায় বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধ কালে সরকারী পাওনা কর্তনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে অর্থ পরিশোধ করা প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত সরকারী অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৯ ।

শিরোনাম ঃ বাজারমূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে ফার্মের মুরগীর মাংস ও বিদেশী রুই মাছ সরবরাহ নেয়ায় ১২,৬০,৬৪৩ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত টেন্ডার নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০০৬-২০০৭ আর্থিক সালে ফার্মের মুরগীর মাংস প্রতি কেজি ১৮০ টাকা এবং প্রতি কেজি বিদেশী রুই মাছ ২৫০ দরে সরবরাহের জন্য মেসার্স অনিলা কর্পোরেশনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

- পিপি আর-২০০৩ এর ৩১(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দরপত্র চূড়ান্ত করণের পূর্বে বিভাগীয় প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সীলযুক্ত কভারে সংরক্ষণ করার কথা, যা দরপত্র মূল্যায়নকালে খোলার বিধান রয়েছে। কিন্তু তা করা হয়নি।

- উক্ত সালের টেন্ডার আহবান কালে টেন্ডার কমিটি কর্তৃক ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন/০৬ হতে ৮ শ্রাবন, ২৩ জুলাই/০৬ তারিখ পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ী, ঢাকা, কর্তৃক "ঢাকা মহানগরীর দৈনিক বাজারদর" তালিকা সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তালিকা মোতাবেক গড়ে প্রতি কেজি ফার্মের মুরগীর মাংসের দর ছিল ৮৫-৯০ টাকা এবং রুইমাছ ১২৫- ১৩০ টাকা (বিদেশী)। কিন্তু কার্যাদেশ প্রদানকালে কমিটি কর্তৃক উক্ত বাজার মূল্য তালিকা অনুসরণ করা হয়নি। দৈনিক বাজার মূল্যের সাথে ১০% ঠিকাদারী লাভ, ৪% আয়কর, ৪.৫% ভ্যাট যোগ করা হলে প্রতি কেজি মাংসের মূল্য দাঁড়ায় ১০৬ টাকা এবং মাছের মূল্য ১৭৬.২৫ টাকা। ফলে প্রতি কেজি মাংসের জন্য অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (১৮০-১০৬)= ৭৪ টাকা এবং প্রতিকেজি মাছের জন্য (২৫০-১৭৭) = ৭৩ টাকা।

- অক্টোবর/০৬ থেকে মে/০৭ পর্যন্ত সংগৃহীত ৮১৮২ কেজি ফার্মের মুরগীর জন্য (৮১৮২ × ৭৪) = ৬,০৫,৪৬৮ টাকা এবং ৮৯৭৫ কেজি মাছের জন্য (৮৯৭৫ × ৭৩) = ৬,৫৫,১৭৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। সর্বমোট (৬,০৫,৪৬৮ + ৬,৫৫,১৭৫) =১২,৬০,৬৪৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট টেন্ডার কমিটি এবং পথ্য বিভাগের মালামাল গ্রহণ কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। ০৯-০৪-২০০৮ তারিখের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, টেন্ডার কমিটির সুপারিশক্রমে উক্ত ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপিআর/২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি এবং মন্ত্রণালয়ও প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণ করেননি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-২০।

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন ভবনের বাইরের অংশ সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫৯,৯৮,৭১০ টাকা ব্যয় ।

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকৌশল শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিভিন্ন ভবনের বাইরের অংশ মেরামত ও সংস্কার বাবদ ফেমাস ইন্টারন্যাশনাল, রতন এন্টারপ্রাইজ, এবং টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্সকে মোট ৫৯,৯৮,৭১০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ ছিল না এবং দরপত্র আহবান করা হয়নি।
- প্রাক্কলন, কাজ সম্পাদন এবং বিল প্রদানের প্রক্রিয়া যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে কাজটি সম্পাদন কালে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। চেকের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যে ঠিকাদারের নামে বিল উত্তোলন করা হয়েছে	চেক নং	তারিখ	টাকা
১। ফেমাস ইন্টারন্যাশনাল	৮১০৯২৪৩	২৩-০৩-০৬	৯,৯৯,৬২৩/-
ঐ	৮১০৯২৪৪	ঐ	৭২,০০০/-
ঐ	৮১০৯২৪৫	ঐ	৯,৯১,২১৮/-
২। মেসার্স রতন এন্টারপ্রাইজ	৮১০৯২৪৬	ঐ	৯,৭৫,৭৪৬/-
ঐ	৮১০৯২৪৭	ঐ	৯,৭২,৮৭৫/-
৩। টেকনো ইনজিনিয়ার্স	৮১০৯২৪৮/৫০	ঐ	৯,৮৭,৬৮৬/-
ঐ	৮১০৯২৪৪/৪৯	ঐ	৯,৯১,১৭৮/-
		সর্বমোট =	**৫৯,৯৮,৭১০/-**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিদেশী অতিথির আগমন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অতি জরুরি ভিত্তিতে উক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়। পূর্ত খাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় নিজস্ব আয়ের তহবিল হতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বনের শর্তে আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ পূর্ত কাজ সম্পাদনের পূর্বে বর্ণিত প্রক্রিয়া সম্পাদন প্রকৌশল শাখার দায়িত্বের অংশ। তাছাড়া কোন কাজ সম্পাদনের পূর্বে বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ এ ধরনের অনিয়ম পরিহার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ-২১।

শিরোনাম ঃ **আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত ৩০,৪০,৭৭২ টাকা সরকারী কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত সময়ে এম,এস,আর বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৩০,৪০,৭৭২ টাকা কর্তন করা হয়েছে, কিন্তু কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমার সমর্থনে ট্রেজারী চালান পাওয়া যায়নি। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -ঝ -তে প্রদত্ত হলো)।

- আদায়কৃত টাকা জমার চালান নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় কর্তনকৃত টাকা আদৌ সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।
- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস ১ম খন্ডের ধারা ৭(১) মোতাবেক আদায়কৃত সরকারী অর্থ আদায়ের দিন বা পরবর্তী কর্মদিবসে কোষাগারে জমা করার কথা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ০৯-০৪-২০০৮ তারিখের জবাবে জানানো হয়েছে যে, ট্রেজারী চালানের কপি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ট্রেজারী চালানের কপি না পাওয়ার কথা নয়। মন্ত্রণালয়ও জবাবে একমত পোষণ করেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমার সমর্থনে ট্রেজারী চালান ও সিটিআর পরবর্তী নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ ২২।

শিরোনাম ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কোটি কোটি টাকা আয় ও ব্যয়ের হিসাব বাজেটে এবং হিসাবে প্রদর্শন করা হয়নি।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ২৯টি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা, অপারেশন চার্জ, আইসিইউ ভাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আয় ও ব্যয় করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়-ব্যয় আর্থিক সাল শেষে বাজেটে প্রদর্শিত হয় না কিংবা কেন্দ্রীয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করে বিভাগীয়ভাবে ব্যয় করা হয়, যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

- ২৮টি বিভাগের মধ্যে ৯টি বিভাগের ২০০৩-২০০৪ সনের আয় যাচাইকালে দেখা যায় যে উক্ত বিভাগসমূহের মোট আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৩,০৪,৬৫,৯১০ টাকা এবং ২,৭১,৯৭,৪৬৬ টাকা। ২০০৪-২০০৫ সনে ১০টি বিভাগের আয় ৩,৮২,৫২,৯৪৭ টাকা এবং ব্যয় ২,৬৩,৭৪,৭৯৮ টাকা এবং ২০০৫-২০০৬ সনে ৯টি বিভাগের আয় ৪,৫৬,৯৭,৮৫২ টাকা এবং ব্যয় ৩,৭১,৫৮,৮১৯ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট –ঞ–তে প্রদত্ত।

- বিভিন্ন বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ প্রাপ্ত আয় হতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যয় নির্বাহ করেন বিধায় আর্থিক স্বচ্ছতার প্রতিফলন ঘটেনা। কারণ মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যয় করার বিধান থাকলেও প্রতিটি বিভাগ মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট খাতের আয় দ্বারা সংশিষ্ট খাতের ব্যয় মিটানো হয়। সুতরাং আপত্তিটি মীমাংসিত বলে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ হিসাবের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রাপ্তি কেন্দ্রীয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে বাৎসরিক বাজেটে প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা না করে বিভাগীয়ভাবে ব্যয় করা হলে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ যেমন সম্ভব হয় না তেমনি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নও অসম্ভব।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উল্লিখিত বিভাগের সকল প্রকার বিভাগীয় প্রাপ্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত

অনুচ্ছেদ নংঃ- ২৩।

শিরোনাম ঃ **বিধি বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে বাড়ী ভাড়া ভাতা ও জ্বালানী বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় সংস্থার ৬২,২২,৮৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০০৫-০৬ আর্থিক সনের বিশেষ নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিধি বহির্ভূত ভাবে বাড়ী ভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় এবং আবাসিক কোয়ার্টারে বসবাস করা সত্ত্বেও বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় সংস্থার ক্ষতি (৪১,৮৭,৪৭৫ + ১,০৯,৪৪০ + ৩,৬০,২৭৭)= ৪৬,৫৭,১৯২ টাকা। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - **ট (১, ২, ৩)**- তে প্রদত্ত হলো)।

- সি এন জি তে রূপান্তরিত ৮টি গাড়ী গ্যাসে চালানো হলেও ১-১০-০৫ হতে ৩১-১০-০৫ পর্যন্ত সময়ে লগবহি, গ্যাসের বিল বা কোন প্রকার রেকর্ড সংগ্রহ না করে অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহারকারী কর্মকর্তাগণকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অকটেনের মূল্য এবং প্রাপ্যতার অতিরিক্ত জ্বালানী বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ফলে সংস্থার (৯,৭১,৬২৫ + ৫,৯৪,০৭৫) = ১৫,৬৫,৭০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - **ঠ (১ ও ২)**- তে প্রদত্ত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এই বিষয়ে গত ১১-১১-০৭ তারিখে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- বাড়ী ভাড়া সুবিধা গ্রহণ করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, সিন্ডিকেট এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিভিলেজড ষ্টাফদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বাবদ উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। আবাসিক কোয়ার্টারে বসবাস করা সত্ত্বেও বাড়ী ভাতা কর্তন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- সিএনজিতে রূপান্তরিত গাড়ীর জ্বালানী বাবদ এবং প্রাপ্যতার অতিরিক্ত জ্বালানী বাবদ অর্থ পরিশোধের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রাধিকার অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য জ্বালানীর মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সরকারি বাসায় বসবাসকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট হতে সরকারি বিধি বিধান মোতাবেক বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হয়নি। অপরদিকে জ্বালানী বাবদ নগদ অর্থ প্রদান সঠিক হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় করে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-৬৮৪৭কম/এ-৭৫০ বই-২০০৯।